P. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭২
৩-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
৩রা অক্টোবর, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

ইউরিয়ার অবাধ চোরাকারবার

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে সেপ্টেম্বর—খোলা বাজার থেকে ইউরিয়া উধাও হয়েছে। কিন্তু কালোবাজারে সেই ইউরিয়া দেড় টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকার পাটের জন্য প্রচুর পরিমাণে জাপানী ইউরিয়া সেখানে ফ্রী ডিষ্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সমস্ত ইউরিয়া লালগোলা সীমান্ত দিয়ে চোরা পথে সহজেই এপাড়ে চলে আসছে এবং লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় অবাধে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। এ্যামনিয়া সালফেটের একই হাল। ৫৮ টাকার মাল ৯৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাকারবারে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সাগরদীঘি পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ তিনজন চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তারের জন্য তৎপর হয়েছেন বলে প্রকাশ।

টিউবওয়েল নষ্টের জন্য দায়ী কে?

সাগরদীঘি, ২৫শে সেপ্টেম্বর—১৯৭১ সালের শেষের দিকে মনিগ্রাম শরণার্থী ত্রাণ শিবিরের জন্য আর, ডব্লিউ, এস কর্তৃপক্ষ মনিগ্রাম এবং ছামুগ্রামে প্রায় ১৫টি টিউবওয়েল বসিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত সেগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। গতবারের প্রচণ্ড খরায় টিউবওয়েলগুলি উঠিয়ে নিজের খরচে বসাবার জন্য উন্নয়ন সংস্থা থেকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে (যেমন স্কুল, হাসপাতাল, ক্লাব ইত্যাদি) অনুরোধ করা হলে তাঁরা রাজী হন। এ ব্যাপারে একটি প্রোপোজালও নাকি মহকুমা শাসক পাশ করেন। কিন্তু বাধ সাধলেন আর, ডব্লিউ, এস। তাঁরা নাকি ব্লককে জানালেন যে, কাউকে নিজের খরচ করতে হবে না, তাঁরাই উঠিয়ে বসাবার ব্যবস্থা করবেন। তাঁদের এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমরা খোঁজ নিলাম রঘুনাথগঞ্জের সাব-এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে। তাঁরা বললেন, "বাজে কথা।" তাহলে এর জন্য দায়ী কে—উন্নয়ন সংস্থা না আর, ডব্লিউ, এস?

সাংবাদিক বৈঠকে জেলা-শাসকের বিবৃতি

২৯শে সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মহোদয় এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলার বন্যা-কবলিত গ্রামসমূহের জনগণের দুর্দ্দশার কথা জানিয়েছেন। ৫০খানি গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ জলবন্দী অবস্থায় আছে, ৫০ হাজার একর জমির ফসল ডুবে গিয়েছে। পরিবারের লোক হিসাবে ২ কেজি হ'তে ৬ কেজি কলাই সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। সরকারী আশ্রয়-শিবির খোলা হয়নি। ভরতপুর থানার ক্ষতি সবচেয়ে বেশী।

সমাজবিরোধীর উৎপাত ॥ গাঁয়ের মানুষ উৎখাত

পুলিশ কি হল কাৎ?

দুর্গাপুর-কানদীঘি সাগরদীঘি থানার দু'খানি গ্রাম, পরিবার সংখ্যা মাত্র চল্লিশ। ঐ সব পরিবারের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কায়ক্লেশে জীবন কাটাচ্ছিলেন আবাদ-বিবাদ-সুবাদের মধ্যে দিয়ে। চুরি-ডাকাতি মাঝে মধ্যে হলেও নিরাপত্তার অভাব ছিল না।

এখন গ্রাম দু'টির চিত্র আলাদা। দু'বছর আগে থেকেই এর ওপর শুরু হয়েছে নানা হামলাবাজি। প্রায় প্রতি রাত্রেই চুরি-ডাকাতি হতে থাকল। কোন কোন গৃহস্থ একাধিকবার আক্রান্ত হলেন। থানায় ডায়রী একখানি নয়, একের পর এক পাঁচখানা করা হল। সাময়িকভাবে টনক নড়ল থানা কর্তৃপক্ষের। নামমাত্র কয়েকজন হোমগার্ড পাহারা দিতে গিয়ে ক্রমশঃ নিস্তেজ হলেন। তাঁরা পাহারা দেওয়া ছেড়ে দিয়ে পৈতৃক প্রাণটুকু বাঁচাতে তৎপর হলেন। ফলে গ্রামের নিরাপত্তার ক্ষীণ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। দোষ কোথায়? তৎকালীন সি, আই সাহেব জীপযোগে পুলিশ-বেষ্টিত হয়ে একটি গ্রামের দিকে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্ত নিক্ষিপ্ত বোমার আওয়াজ শুনে "চশমা ফেলে এসেছি" অজুহাতে পশ্চাদপসরণ করেন।

সমাজবিরোধীরাও তাক্ বুঝে প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নৈশ অভিযান রাখল অব্যাহত। গ্রামবাসীরা আবেদন করেও কোন রকম প্রতিকার না পেয়ে বাধ্য হয়ে গ্রাম ছাড়তে লাগলেন। এখন চল্লিশ ঘরের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছ ঘর ছাড়া সকলেই পালিয়েছেন। আর পরিত্যক্ত গ্রাম দু'খানি ক্রমশঃ সমাজবিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মহল এদিকে নজর দিলে ভাল হয়।

গেছো নেশা

ফরাক্কা-ব্যারেজ—বাঁধ প্রকল্পের ফীডার ক্যানেলের দুই পাড়সহ অন্যান্য স্থানকে গাছে গাছে রূপসী করে তোলার এক অভাবনীয় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ, এ খবর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের। এই সূত্রকে কেন্দ্র করে এক ধরণের বিলেতি 'এ্যাকাসিয়া সোনা ঝুরা' গাছের অসংখ্য বীজ নাকি সংগৃহীত হয়েছে দক্ষিণ বাঁধ চক্রের মাধ্যমে। এই বীজে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার কোটি শিশু চারা তৈরী হবে বা হতে পারে। যার যা খুশী বীজ নিয়ে চলেছেন নিজ নিজ নিকেতনে দিকে দিকে। আখেরে কি হবে বলা যায় না তবে পয়সাটা জলে যাবার আশঙ্কা অনেকেই করছেন।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ মাতৃপূজা ॥

আশ্বিনের শেফালী যখন শিশিরসিক্ত ঘাসের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বিশ্বমাতৃকার চরণবন্দনার মানসে, স্নিগ্ধ প্রভাতবায়ুর হিল্লোলে রক্তপদ্ম অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত হইয়া জানাইল দেবীর আগমন বার্তা, শুনিলাম তখন চিরকালের মা মেনকা বলিতেছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল ;
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী
কোথা লুকালো।"

শিবশক্তি সাধনার পীঠভূমি বাঙ্গালী ভক্তহৃদয় অধ্যাত্মচিন্তায় দেবতাকে আত্মীয় জানিয়াই কন্যা, মাতারূপে দেবীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইনি সেই কন্যা যাঁহার জন্য মা বলেন—

"যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী
উমা কেমন রয়েছে ;
আমি যে শুনেছি নারদ-বচনে
মা—মা বলে উমা কেঁদেছে"।

আর সেই কন্যা রামপ্রসাদের বেড়ার দড়ি ফিরাইয়া দিতেছেন! এই মহাপূজা বাঙ্গালীর হৃদয়ের সঙ্গে, তার প্রতি নাড়ীর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা। জাতীয় জীবনের এই লোকোৎসব ষষ্ঠীর সন্ধ্যা হইতে দশমীর বিসর্জ্জন পর্যন্ত। এই কয়েকটি দিন আমাদের সমস্ত দুঃখ-বেদনাকে নেপথ্যে রাখিতে চাই। চাই সেই ব্রহ্মময়ীর স্নেহস্পর্শ—যা শুধু উপলব্ধির বস্তু। দেবীকে 'পুনরাগমনায় চ' বলিয়া আবার দুঃসহ দুঃখভার মাথায় তুলিয়া লই।

'যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী
যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী
যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী
যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্ত্তিসহিতা
মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥'

মা অবতীর্ণা—দশপ্রহরণ তাঁহার দশ হাতে। গণদেবতার প্রতীক সর্ববিঘ্নবিনাশক গণপতি দক্ষিণে আর সর্বসম্পদদায়িনী মহালক্ষ্মী, বামে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী মহাসরস্বতী এবং কৌমার্য-তারুণ্যোজ্জল কার্তিকেয়। পদতলে শৌর্যরূপী মহাসিংহ এবং বিমর্দিত শত্রু মহিষাসুর। বেদতন্ত্র-যাগমন্ত্র অতিরেক এই মাতৃময়ী দেবী ভক্তহৃদয়ে মাতা-কন্যার নিত্য খেলায় মত্তা। সে খেলায় ক্ষণ-এর প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই শিশিরোদক, বরাহদন্তমৃত্তিকা, সপ্তসমুদ্রের জল প্রভৃতির। শারদীয়া পূজার মহাভাবটি যুগে যুগে পরিবর্তনের মাঝেও একই রূপে বিধৃত।

শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমাতা। ইনি ঋগ্বেদস্বরূপা, যজুর্বেদস্বরূপা ও সামবেদস্বরূপা। ইনি পরমাত্মময়ী বেদমাতায় চণ্ডীরূপে প্রকাশমানা। বস্তুতঃ এই শক্তিবাদসর্বত্র স্বীকৃত। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এই শক্তিবাদের তত্ত্ব মানিয়া লইয়াছিল। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে শক্তিতত্ত্ব দেখা যায়। সুদূর অতীতে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ভারতবর্ষে শত শত রাজবংশের উত্থানপতনে, নানা রাজনীতির মহিমাপ্রচারে, নিতান্ত দৈন্যদশাতেও দেবীর প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিমতাটুকু আজ ট্রাডিশনের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আজ শক্তির এ কী অপচয়! রাজ্যব্যাপী রাজনীতির কূটকৌশল। ছুরি-পিস্তল-বোমা আগুন মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। লোভ আর অবিচার সমাজ জীবনে যে বিষ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার জর্জরজ্বালা নিত্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ মানুষকে যে অসহনীয় পরিস্থিতিতে আনিয়া দিয়াছে, তাহাতে এই মহাশক্তির পুনর্জাগরণ প্রয়োজন। দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপা ; তাই সন্তান রক্ষণে তিনি তৎপরা। তিনি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বরূপা ; তিনি বিশ্বকে ধারণ করেন, পরিপালন করেন। তিনি মহারাত্রি অর্থাৎ মহাপ্রলয়রূপা। 'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী—মহামায়ার আহ্বান জানাই অন্তরের আকুতি দিয়া—'বুকের ব্যথায় আসন পাতা, বস মা এসে দুখদুলালী'। আর পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলি প্রদান করি দেবীর—মায়ের শ্রীচরণে—

'প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে' ॥

অহিংসা–বুদ্ধবাণী। সত্য ও অহিংসা—গান্ধীবাণী। গান্ধীজীর সাধনা অহিংসার সাধনা। জীবন ও কর্ম্মব্যাপী ছিল তাঁর সাধনা। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তাঁর অহিংসার বাণী তাঁর মানবতার বাণী। তাই তিনি সত্য, অহিংসা এবং প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি বলতেন "সত্য আচরণে সত্যে পৌছানো যায়। অসত্য আচরণে সত্যে পৌছানো অসম্ভব।" তাঁর মতে 'There is on religion higher than Truth or Righteousness.' অহিংসা পরমধর্ম্ম। গান্ধীজী মনে করেন 'Nou-violence is the law of species as violence is the law of brute.' গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল মানবপ্রেমে। এই প্রেম প্রাণী জগতের এক সংযোজনকারী শক্তি। তিনি মনে করতেন 'Where there is love there is life, hatred leads to destruction.' অর্থাৎ যেখানে প্রেম সেখানে জীবন, বিদ্বেষ বিধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

এই সত্য, অহিংসা ও প্রেম ছিল গান্ধী জীবন-দর্শনের মৌলকথা তাঁর জীবনাচরণের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে এই সত্য। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'অহিংসা সত্যের অন্তরে আর সত্য অহিংসার অন্তরে অবস্থিত। সেজন্য বলা হয়ে থাকে একই মুদ্রার দুই মুখ। কিন্তু মুদ্রামূল্য একই।'

গান্ধীজীর কাছে 'সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বর হলেন চিৎশক্তি। আমাদের জীবন সেই শক্তি দ্বারা প্রকাশিত।' এই শক্তি মানুষ যেদিন হারায় সেদিন জীবনে নেমে আসে অশেষ দুর্ভোগ আর মানুষও নিবীর্য্য হয়ে পড়ে। হিংসা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। হিংসা পাশব শক্তি এই শক্তি জগতের কল্যাণ করে না—অমঙ্গল আর অশান্তি ডেকে আনে। আজ চলমান জীবন ও জগতের দিকে তাকিয়ে কি দেখছি? আর কি বা উপলব্ধি করছি প্রাত্যহিক জীবনে? দেখছি—পৃথিবী আজ হিংসায় উন্মত্ত। এখানে সেখানে চলেছে নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। আর চলেছে স্বার্থের মহাসমর। অসত্যের অশিষ্টতায় প্রতিদিনের জীবন জর্জ্জরিত ও পর্যুদস্ত। রাত্রির কপট ছায়ায় গোপন হিংসা মিথ্যা বেসাতি রচনায় রত। জাতি প্রেমের নাম ধরি শিকার সন্ধানে অপেক্ষমান আজ নামাবলী পরিবৃত ভণ্ডের দল। তাই আজ প্রশ্ন জাগে মনে—এই বুদ্ধ-যীশু-চৈতন্য-গান্ধীজীর সত্য-অহিংসা-প্রেম দিয়ে গড়া পৃথ্বী?

নাথুরাম গান্ধীজীকে হত্যা করেছিল সত্য কিন্তু আমরা কি জনকের বাণী ও আদর্শকে প্রতিদিন অবিচার, অবিবেচনা, অসত্য এবং হিংসার যূপকাষ্ঠে নির্ব্বিচারে বলিদান দিচ্ছি না?

Wanted one Tax Collector, School Final passed or equivalent in the scale of Rs. 60-5-100 plus other allowances. Present pay totalling to Rs 245/-per month. He will remain on probation for 6 months and furnish security deposit cf Rs. 200|-. Apply stating age and experience to Chairman, Jangipur Municipality within I5. 10. 73.

কল্পতরু সোয়াবীন

এ যুগের কল্পতরু সোয়াবীন, কি শহরে, কি গ্রামে, সর্বত্রই ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই জনপ্রিয়তার মূলে, সোয়াবীনের একাধিক ও আশ্চর্য্য গুণাবলী। সুষম খাদ্য হিসেবে সোয়াবীন যেমন অতুলনীয় আবার শিম্বী জাতীয় ফসল হওয়ার দরুণ মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াতেও তার ক্ষমতা কম নয়। এছাড়া কৃষিশিল্প সংস্থাগুলিতে কাঁচা মাল যোগান দিতেও সোয়াবীন এর অবদান যথেষ্ট। সুতরাং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন সোয়াবীনের বহুল চাষ ও তার ব্যাপক ব্যবহার একান্তই কাম্য।

আমাদের দেশে সোয়াবীনের চাষ পরিচিত হলেও গত কয়েকবছর যাবৎ আমরা এই ফসলটির চাষে গুরুত্ব দিয়েছি। নানা কারণেই সোয়াবীনের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে, সে তুলনায় কিন্তু ফলন বাড়েনি। বছরে এখন সোয়াবীনের চাহিদা প্রায় ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ মেট্রিক টন, কিন্তু সেখানে আমরা উৎপাদন করছি মাত্র ৬০০০ মেট্রিক টন।

সোয়াবীনের চাষ বাড়লে নানাভাবেই আমরা উপকৃত হব। প্রথমতঃ সুষম খাদ্য হিসেবে সোয়াবীনের স্থান এখন প্রথম সারিতে। দেখা যায় সোয়াবীনে শতকরা ৪০ থেকে ৪৩ ভাগ প্রোটিন এবং ১৯ থেকে ২০ ভাগ তেল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে তৈলবীজ উৎপন্ন হলেও, চাহিদা অনুসারে যথেষ্ট নয়। সুতরাং অন্যান্য তৈলবীজ চাষের সঙ্গে সঙ্গে সোয়াবীনের চাষও বাড়ানো দরকার।

আমাদের দেশের সমস্ত অঞ্চলই সোয়াবীন চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

১। সোয়াবীন জলদিজাতের ফসল হওয়ার দরুণ যে সকল জমি ৯০ থেকে ১০০ দিন পর্য্যন্ত খালি পড়ে থাকে, সেখানে চাষ করা খুবই সুবিধাজনক।

২। সোয়াবীন এর গাছ বেঁটে হওয়ার ফলে ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের সঙ্গে মিশ্র চাষ করার পক্ষেও উপযোগী।

৩। যে সমস্ত অঞ্চলে বর্ষা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার ফলে চীনাবাদাম তোলার পক্ষে মুশকিল হয়, সেখানে অনায়াসে সোয়াবীন চাষ করা চলে।

৪। শিম্বী জাতীয় হওয়ার দরুণ সোয়াবীন মাটির উর্বরতা বাড়ায়। বোনার আগে রিজোবিয়াম-কালচার দ্বারা শোধন করে নিলে সোয়াবীনের পর্য্যাপ্ত ফলন তোলা যায়।

৫। উন্নত প্রথায় চাষ করে হেকটার প্রতি সোয়াবীনের ফলন তোলা যায় প্রায় ২০ কুইন্টাল পরিমাণ আর তাতে প্রতি হেকটারে লাভের অংক দাঁড়ায় প্রায় ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা।

সুতরাং কল্পতরু সোয়াবীনের চাষ বাড়িয়ে তোলার দিকে আমাদের চাষীদের নজর দেওয়ার সময় এসেছে।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

চাল, আটা কেরোসিনের অভাবে গ্রামবাংলার মানুষের নাভিশ্বাস

আহিরণ, ২৭শে সেপ্টেম্বর—চাল, আটা, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্রামের লোকেদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। চাল ২·৬০ পয়সা এবং আটা ২·২০ পয়সা দরে মেলা ভার। পূজোর মুখে দাম আরও বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এই সেদিনও কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু দু'দিন থেকে কেরোসিন আনসিন—কালোবাজারের জ্বালায় প্রতি কিলো ২·০০ টাকা, তাও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে।

দিন দিন পণ্যের মূল্য বাড়ন্ত।
গিন্নীর বায়নায় পতির প্রাণান্ত॥

সে যুগে

কাঁদছ কেন লক্ষ্মী আমার ?
বল কিবা বায়না,
কোন শাড়ী চাও পূজার দিনে
কোন প্যাটার্ণের গয়না।

এ যুগে

কাপড়, সোনার দাম—
বেড়েছে কি বাড়েনি
সেই সব হিসাবেতে কিবা মোর প্রয়োজন
এবার পূজায় চাই,
সব সেরা টেরিলিন,
তা' না হলে বিষ পানে তেয়াগিব এ জীবন।

চুরি—ডাকাতি

সাগরদীঘি, ২০শে সেপ্টেম্বর—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রে থানার সন্নিকটে পান্নালাল ভকতের মুদীখানা দোকান থেকে কে বা কারা প্রায় ২৭০০ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। কোন গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

* * *

নবগ্রাম—সম্প্রতি এই থানার কোরগ্রামের ক্ষুদীরাম ভকতের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে বাড়ীর লোকজনদের মারধোর করে সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যায়। গৃহস্বামী পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে গুরুতর জখম হন।

কান্দীর চিঠি ঃ

কান্দীতে আবার আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। বড়ঞা থানার খাসিয়ারা গ্রামের জনৈকা স্ত্রীলোক নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। খুনের সঠিক সংবাদ জানা যায়নি। প্রকাশ, গত বছর ডিসেম্বর মাসে উক্ত স্ত্রীলোকটির স্বামীও নাকি খুন হয়। ভরতপুর থানার তালিবপুর গ্রামের একটি বালিকাকে জনৈকা স্ত্রীলোক গয়নার লোভে হত্যা করেছে বলে পুলিশীসূত্রে জানা গেল।

ক'দিন একটানা বৃষ্টি হওয়ায় চাষের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ফলে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা বেকার হয়ে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

ময়ূরাক্ষীর জলস্ফীতির ফলে কুঁয়ে নদীর প্লাবনে কান্দী মহকুমার প্রায় পঁচিশটি গ্রাম জলের তলায়। আনুমানিক পনের হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হতে চলেছে। বন্যার জলে রাস্তা জলমগ্ন হওয়ায় গত ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে কান্দী—সালার বাস সার্ভিস বন্ধ।

কান্দী মহকুমায় ভুষি কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে একজন গ্রেপ্তার হয়েছে।

খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২০শে সেপ্টেম্বর—খাদ্যে বিষক্রিয়ায় গাঙ্গাড্ডা গ্রামে একই পরিবারের তিনজনের মর্ম্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, জমিতে স্প্রে করা বিষাক্ত পাত্রে মাথা আটার রুটি খেয়ে গতকাল ঐ পরিবারের একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে এবং দুইজনকে ভুরকুণ্ডা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তির পর মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ডিলারশীপ বাতিল, সাসপেণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে সেপ্টেম্বর—জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস মহকুমার বিভিন্ন স্থানে আংশিক রেশন ডিলারদের দুর্নীতি সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ২২ জন ডিলারকে সাসপেণ্ড করেছেন এবং ২ জনের ডিলারশীপ বাতিল করেছেন বলে জানা গেল।

বিজ্ঞপ্তি—মুদ্রণ কার্য্যে সুযোগ থাকায় বর্ত্তমান সংখ্যা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশে আমরা সমর্থ হলাম। আগামী ২৩শে আশ্বিনের পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকবে।

প্রকাশক—জঙ্গিপুর সংবাদ

কেন এই বৈষম্য—৩

নিমতিতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর—৩৪নং জাতীয় সড়কের সংযোগ রক্ষাকারী সুতী লিঙ্ক রোড বিড়িশিল্পের প্রাণকেন্দ্র অরঙ্গাবাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। অথচ এই রাস্তা প্রস্থে এত ছোট যে, একসঙ্গে দুইটি গাড়ী অথবা গাড়ী ও পথচারী—কারও সহজভাবে পথ চলার উপায় থাকে না। তার উপর গোদের উপর বিষফোড়ার মত রাস্তার উভয় পার্শ্বে মাটি ফেলায় রাস্তায় চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই রাস্তা উভয় পার্শ্বে দু'ফুট করে বাড়ানো দরকার। ৩৪নং জাতীয় সড়ক যখন সম্প্রসারিত করা হচ্ছে তখন জনবহুল এই রাস্তাটির সংকীর্ণতার ফলে যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নং মিস ৬১/৭২

বাদী— রেজু বিবি

বঃ

বিবাদী— আবদুল সালাম

এতদ্দ্বারা বিবাদীকে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় বাদীপক্ষ বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে দেল মোহর বাবত ৯৯৯৲ টাকা আদায়ের জন্য মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষের কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী ইং ৩।১১।৭৩ মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন তদন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে। দেওয়ানী কার্য্য-বিধি আইনের অর্ডার ৫ রুল ২০ বিধান মতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইল।

By Order of the Court
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
Munsif 1st Court, Jangipur.

21. 9. 73

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত